Naya Jamana new....manas....._Layout 1 24-08-2026 21:13 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

৬ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। সোমবার ২৪ আগষ্ট ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৬২ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

প্রবীণ অভিনেতারাই বড় 'শয়তান'-তনুশ্রী

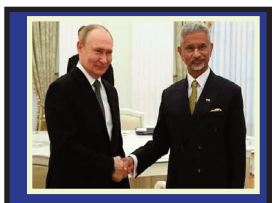

পুতিনের সাথে বৈঠকে জয়শঙ্কর

অন্নপূর্ণা নিয়ে মমতাকে পালটা খোঁচা শুভেন্দুর

বুদ্ধদেব-পত্নীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল

ফুটপাথে দুধ গরম কাণ্ডে পরিবারের পাশে মমতা

লাগু হল গুন্ডাদমন আইনের অংশ

সম্পত্তি নষ্টে ৩ গুণ সুদে জরিমানার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

দীপঙ্কর দোলাই,নয়া জামানা ঃ রাজ্যজুড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। সোমবার থেকে পশ্চিমবঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়ে গেল গুন্ডাদমন আইন-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, আন্দোলন বা অন্য যে কোনও অজুহাতে সরকারি বা জনসম্পত্তি নষ্ট করলে কাউকে সামান্যতম রেয়াত করা হবে না।সোমবার সন্ধ্যায় নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে সিএএ সার্টিফিকেট প্রদান এবং অন্নপূর্ণা যোজনা সহ একাধিক জনকল্যাণমূলক বিষয়ে কথা বলার পাশাপাশি নতুন আইন প্রয়োগ নিয়ে কঠোর অবস্থান স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে ক্ষতিপূরণ বাবদ মূল পরিমাণের তিন গুণ অর্থ সুদে-আসলে আদায় করা হবে। কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের ওপর হামলা হলেও দ্রুত ও কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।চলতি বছরের জুলাইয়ে বিধানসভায় দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, ২০২৬ পাস হয়, যা জনসাধারণের কাছে গুন্ডা দমন বিল নামে পরিচিত। শাসকদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হওয়া এই বিলের লক্ষ্য সম্পূর্ণ গুন্ডামুক্ত বাংলা গড়া। সঙ্গে সংশোধিত হয় দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেনটেনেন্স অফ পাবলিক অর্ডার বিল, ২০২৬। দুটি বিল একসঙ্গে পাস হওয়ায় পুলিশ-প্রশাসনের হাতে প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের মতো ব্যাপক ক্ষমতা এসেছে।পূর্বতন তৃণমূল আমলের হিংসাত্মক ঘটনার উল্লেখ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সিএএ বিরোধী আন্দোলনের সময় মুর্শিদাবাদে রেল স্টেশন, ট্রেন ও সরকারি বাসে আগুন ধরানো হয়েছিল, এলাকাগুলিকে মুক্তাঞ্চল বানানো হয়েছিল। হাওড়ার সাঁকরাইলেও সরকারি সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। সেই সময় আক্রান্ত পুলিশকর্মীদের আত্মরক্ষায় টেবিলের নীচে লুকোতে দেখা গিয়েছিল বলে তিনি মনে করিয়ে দেন।

মমতার অভিযোগ ওড়ালেন শুভেন্দু

সিএএ-নিয়েও বড় বার্তা

মানস দাস ।। নয়া জামানা

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়া এবং সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করার অভিযোগ নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি দাবি করেন,ইতিমধ্যেই রাজ্যের ১ কোটি ৪৬ লক্ষেরও বেশি যোগ্য মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার আর্থিক সহায়তা সরাসরি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রীর দাবি,রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কোনও ভেদাভেদ না করেই যোগ্য উপভোক্তাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে।তিনি বলেন,এই প্রকল্পে প্রায় ১৯ লক্ষ মুসলিম পরিবারের অ্যাকাউন্টেও টাকা পৌঁছেছে।একই সঙ্গে পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বার্থে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগও তোলেন তিনি।

এর আগে সোমবার বিকেলে সামাজিক মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারে এসে অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ,নির্বাচনের আগে ভাতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নেওয়ার পর এখন নানা শর্ত ও জটিলতার অজুহাতে মা-বোনেদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

যোগ্য-অযোগ্য উপভোক্তার তালিকা নিয়েও অবস্থান স্পষ্ট করেন শুভেন্দু।তিনি জানান, সরকারি নিয়ম মেনেই আবেদনপত্র যাচাই করা হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ অভিযোগ জমা পড়েছে।প্রতিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

অন্যদিকে,মতুয়া ও হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব নিয়েও বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সিএএ-এর আওতায় আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। এ বিষয়ে জেলাশাসকদের প্রশাসনিক নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে অপেক্ষায় থাকা ২ লক্ষ ৭ হাজার আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির পাশাপাশি নতুন আবেদনগুলিও নিয়ম মেনে যাচাই করা হবে। যোগ্য আবেদনকারীদের দ্রুত নাগরিকত্বের সরকারি শংসাপত্র দেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি।

অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই সিএএ-কে ঘিরে এই ঘোষণা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল।

সুমিতকে রক্ষাকবচ হাইকোর্টের

নয়া জামানা ঃ শিক্ষা দুর্নীতি থেকে সরকারি জমি সংক্রান্ত অনিয়ম; একাধিক মামলায় অভিযুক্ত তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অন্তর্বর্তী আইনি রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে শুনানিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি, সুমিতের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কতগুলি এফআইআর হয়েছে, তা লিখিত রিপোর্টে জানাতে রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।সুমিতের আইনজীবী বিকাশ পহওয়া জানান, তাঁর মক্কেল তদন্তে সহযোগিতা করছেন এবং ইতিমধ্যে আট বার তদন্তকারী আধিকারিকদের মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁর দাবি, ৫ ও ১৬ জুন দুটি এফআইআর দায়েরের পর প্রায় প্রতিদিন নতুন মামলা করা হচ্ছে।রাজ্যের এএজি রাজদীপ মজুমদার অভিযোগ করেন, সুমিতের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় ২০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত শুনানি স্থগিত রাখার আবেদন জানায় রাজ্য। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুনানি মুলতুবি করে আদালত।

জনক্ষোভকে আন্দোলনে এনে সংগঠন

বাড়ানোর কৌশল সিপিএমের

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ অন্নপূর্ণা যোজনা, স্বাস্থ্যবিমা, তোলাবাজি-সিন্ডিকেট এবং বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের বিভিন্ন মন্তব্যকে ঘিরে মানুষের ক্ষোভকে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করার উদ্যোগ নিচ্ছে সিপিএম। আগামী ২৯ ও ৩০ আগস্ট কল্যাণীতে দলের সম্পাদকমণ্ডলীর বর্ধিত অধিবেশনে রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের পেশ করা রিপোর্টে এ বিষয়ে দিশা থাকতে পারে বলে দলীয় সূত্রের খবর।কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় স্থানীয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হবে।পাশাপাশি দীর্ঘদিন রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ার বিষয়টি সামনে রেখে ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত করে ধারাবাহিক আন্দোলনের পরিকল্পনাও রয়েছে। ক্যাম্পাসের পাশাপাশি রাস্তায় নেমে ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং নির্বাচিত ছাত্র সংগঠনের দাবিতে চাপ বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বামেদের প্রতি মানুষের একাংশের আগ্রহ বাড়ছে বলে মনে করছে সিপিএম। তবে সংগঠন বাড়ানোর পাশাপাশি নেতা-কর্মীদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত জ্ঞান বৃদ্ধির উপরও জোর দেওয়া হবে। এজন্য পার্টি ক্লাস চালুর কথা রয়েছে।সংগঠন শক্তিশালী করার নামে তৃণমূলের কোনও বিতর্কিত বা দাগি নেতা-কর্মীকে নির্বিচারে দলে নেওয়ার বিরুদ্ধেও সতর্ক করা হবে। জনসমর্থন বৃদ্ধি এবং সংগঠনের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই দলের লক্ষ্য।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 24-08-2026 21:13 Page 2

দেশের একমাত্র জীবন্ত সেতু!

বয়স যত বাড়ে সেতু তত আরও শক্তিশালী হয়!

নয়া জামানা ঃ সেতু তৈরি করতে সাধারণত লাগে লোহা, ইস্পাত, কংক্রিট কিংবা সিমেন্ট। কিন্তু ভারতেরই এক রাজ্যে এমন সেতু রয়েছে, যা তৈরি হয় কোনও কারখানায় নয়;গাছের জীবন্ত শিকড় দিয়ে! আরও অবাক করা বিষয় হল, এই সেতু তৈরি হতে সময় লাগে প্রায় ১৫ থেকে ৩০ বছর। আর একবার তৈরি হয়ে গেলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মেঘালয়ের খাসি ও জৈন্তিয়া সম্প্রদায়ের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই অসাধারণ প্রাকৃতিক প্রযুক্তি আজ গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছে।মেঘালয়ের পাহাড়ি এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নদী, ঝরনা ও গভীর খাদ পার হওয়া বরাবরই কঠিন। কাঠ বা বাঁশের তৈরি সাধারণ সেতু সেখানে দীর্ঘদিন টেকে না। এই সমস্যার সমাধান হিসেবেই স্থানীয় মানুষ তৈরি করেছেন এক অনন্য পদ্ধতি। এর জন্য ব্যবহার করা হয় রাবার ফিগ গাছ । এই গাছের ওপর থেকে ঝুলে থাকা শিকড়কে স্থানীয়রা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিকে বাড়তে সাহায্য করেন। ছোট ও নমনীয় শিকড়কে বাঁশ বা ফাঁপা সুপারি গাছের কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে অন্য পাড়ের দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়। সময়ের সঙ্গে সেই শিকড় নদী বা ঝরনার অপর প্রান্তে পৌঁছে মাটিতে গেঁথে যায়।এরপর আরও শিকড়কে একইভাবে পরিচালিত করা হয়। ধীরে ধীরে একাধিক শিকড় পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, মোটা হয় এবং একটি শক্ত কাঠামোর আকার নেয়। এভাবেই তৈরি হয় ‘লিভিং রুট ব্রিজ’ বা জীবন্ত শিকড়ের সেতু।এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ধৈর্য। একটি শিকড়ের সেতু কয়েক মাস বা কয়েক বছরে তৈরি করা যায় না। সম্পূর্ণ শক্তিশালী হয়ে মানুষের নিয়মিত চলাচলের উপযোগী হতে অনেক ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত সময় লাগে। অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তি যে সেতুর কাজ শুরু করছেন, সেটি সম্পূর্ণ হওয়ার সময় হয়তো তিনি আর থাকবেনই না। তাই এটি শুধু একজনের তৈরি সেতু নয়, একটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তৈরি হওয়া প্রকল্প।সাধারণ সেতুর ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন বাড়ে। কিন্তু মেঘালয়ের এই জীবন্ত সেতুর ক্ষেত্রে বিষয়টি একেবারেই উল্টো। গাছের শিকড় যত বাড়তে থাকে, ততই সেগুলি মোটা, শক্ত এবং পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ফলে সেতুর কাঠামোও আরও মজবুত হয়। এই সেতুতে একসঙ্গে ৫০ জন চলাচল করতে পারে বলেই বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। কোথাও কোথাও শিকড়ের ফাঁকে পাথর বসিয়ে হাঁটার জায়গা তৈরি করা হয়। আবার কোনও কোনও সেতুতে হাতলও তৈরি করা হয় শিকড় দিয়েই।এই সেতু তৈরির কৌশল কোনও আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বই থেকে শেখা নয়। স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই জ্ঞান বাঁচিয়ে রেখেছেন।একটি সেতু তৈরি করার কাজ শুরু করে পরবর্তী প্রজন্ম সেটির পরিচর্যা করে। অর্থাৎ, এখানে সেতু শুধু একটি রাস্তা নয়;এটি পূর্বপুরুষের জ্ঞান, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্বের প্রতীক।কখনও কখনও প্রকৃতিকে সময় দিলে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললে এবং স্থানীয় জ্ঞানকে সম্মান করলে এমন সমাধান তৈরি হতে পারে, যা বহু প্রজন্ম ধরে টিকে থাকে। মেঘালয়ের এই ‘লিভিং ব্রিজ’ তাই শুধু পর্যটকদের আকর্ষণ নয়। এটি মনে করিয়ে দেয়, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে নয়, প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়েই ভবিষ্যতের পথ তৈরি করা যায়।

২৭ মিনিটের উড়ানে খরচ মাত্র ৫০০ টাকা

নয়া জামানা ঃ একদিন কি বিমান সংস্থাগুলির জন্য একটি ফ্লাইট চালাতে এক কাপ কফির চেয়েও কম খরচ হতে পারে? কথাটা অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি পরীক্ষামূলক উড়ান ভবিষ্যতে বিমান ভ্রমণ কেমন হতে পারে তার একটি আভাস দিয়েছে।মার্কিন বিমান সংস্থা হার্ট অ্যারোস্পেস প্রথমবারের মতো তাদের পূর্ণাঙ্গ বৈদ্যুতিক বিমান ‘এক্স১’-এর সফল উড়ান সম্পন্ন করেছে। ২৭ মিনিটের এই ফ্লাইটটি শুধুমাত্র ব্যাটারির শক্তিতে সম্পন্ন হয়েছে এবং এতে প্রায় ৫ ডলার (প্রায় ৫০০ টাকা)-এর বিদ্যুৎ খ রচ হয়েছে। বিমানটি আপস্টেট নিউইয়র্কের একটি আঞ্চলিক বিমানবন্দর থেকে উড়ান শুরু করে প্রায় ১,১০০ ফুট (৩৩৫ মিটার) উচ্চতায় উঠেছিল। শুধুমাত্র একজন পাইলটকে নিয়ে পরীক্ষাটি সম্পন্ন করে। বিমানটিতে অন্য কোনও যাত্রী ছিল না।এক্স১ বৈদ্যুতিক বিমানটি একটি ছোট বাণিজ্যিক বিমানের আকারের। এর ডানার প্রস্থ ১০৬ ফুট, নাক থেকে লেজ পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য ৭৬ ফুট এবং ওজন ২৫,০০০ পাউন্ডেরও বেশি। যা মোটামুটি একটি খালি স্কুল বাসের ওজনের সমান।২৭ মিনিটের পরীক্ষামূলক উড়ানে খরচ হয়েছে ৫ ডলার মাত্র। এটি শুধু বিদ্যুতের খরচই। এর মধ্যে একটি বিমান পরিচালনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বহুবিধ খরচ যেমন; পাইলটের বেতন, রক্ষণাবেক্ষণ, বিমানবন্দর চার্জ, বীমা এবং ব্যাটারি প্রতিস্থাপন বা তার কার্যক্ষমতা হ্রাসের বিষয় অন্তর্ভুক্ত নয় ।তবে, কম জ্বালানি খরচ বৈদ্যুতিক বিমান চলাচলের অন্যতম বড় একটি সম্ভাব্য সুবিধার দিকেই ইঙ্গিত করে। হার্ট এরোস্পেসের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও অ্যান্ডার্স ফোরসলান্ড একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বৈদ্যুতিক বাণিজ্যিক বিমান ‘বিমান সংস্থার অর্থনীতিকে নতুন রূপ দিতে পারে’ এবং বিমানে ভ্রমণের খরচ কমিয়ে আনতে পারে।এক্স১ বিমানটি হার্ট এরোস্পেসের পরিকল্পিত ইএস-৩০ এর প্রযুক্তি পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি একটি ৩০-আসনের হাইব্রিড-ইলেকট্রিক বিমান, যা কোম্পানিটি ২০৩১ সালের মধ্যে বাজারে আনার আশা করছে। হার্ট এরোস্পেস আশা করছে যে, প্রচলিত আঞ্চলিক বিমানের তুলনায় ইএস-৩০ বিমানটির পরিচালন ব্যয় ৪০ শতাংশের বেশি কমবে। সংস্থাটি এই প্রত্যাশিত সাশ্রয়ের কারণ হিসেবে কম জ্বালানি খরচ, রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস এবং বিমানের অধিক নির্ভরযোগ্যতাকে উল্লেখ করেছে। ইউনাইটেড, এয়ার কানাডা এবং জেএসএক্স-সহ বিভিন্ন এয়ারলাইনস ইতিমধ্যেই বিমানটির প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে।বৈদ্যুতিক বিমান রাতারাতি বিমানের টিকিটের দাম নাটকীয়ভাবে কমিয়ে দেবে, এমন সম্ভাবনা কম। কর, বিমানবন্দর ফি, কর্মী খরচ, বিমানের খরচ এবং চাহিদা টিকিটের দামকে প্রভাবিত করতে থাকবে। কিন্তু যদি এই প্রযুক্তি পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে, তবে আঞ্চলিক রুটগুলিতেই যাত্রীরা প্রথম পার্থক্যটা লক্ষ্য করতে পারেন।

চুমুতেও ছড়াতে পারে যৌনরোগ!

নয়া জামানা ঃ চুমু মানেই শুধু ভালবাসার প্রকাশ নয়, চুমু থেকেও ছড়াতে পারে রোগ, এমনই ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে গবেষণায়। বিশেষ করে জিভ দিয়ে গভীর চুমু বা টাং কিসিংয়ের মাধ্যমেও গনোরিয়ার মতো যৌনবাহিত সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকতে পারে। ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার গবেষকদের একটি সমীক্ষায় এই বিষয়টি সামনে আসে।গনোরিয়া হয় নামের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে। যৌনাঙ্গের পাশাপাশি এই ব্যাকটেরিয়া গলা ও মুখের অংশেও সংক্রমণ ঘটাতে পারে। একে বলা হয় গলার গনোরিয়া। গবেষকদের ধারণা, আক্রান্ত ব্যক্তির গলা বা মুখে ব্যাকটেরিয়া থাকলে গভীর চুমুর সময় লালা ও মুখের অভ্যন্তরের সংস্পর্শের মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে করা ওই গবেষণায় ৩,৬৭৭ জন পুরুষকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ২২৯ জনের গলায় গনোরিয়ার সংক্রমণ পাওয়া যায়। গবেষকরা অংশগ্রহণকারীদের সাম্প্রতিক যৌন আচরণ সম্পর্কেও তথ্য নেন। গবেষণায় দেখা যায়, যাঁদের একাধিক পার্টনার ছিল, তাঁদের মধ্যে গলার গনোরিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশি ছিল। চার বা তার বেশিপার্টনার থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ছিল প্রায় ১.৪৬ গুণ। আর যাঁদের চার বা তার বেশি চুমু খাওয়া এবং যৌনমিলনের পার্টনার ছিল, তাঁদের ক্ষেত্রে তা ছিল প্রায় ১.৮১ গুণ। তবে মনে রাখতে হবে, এটি ছিল । অর্থাৎ গবেষণাটি চুমুর ক্ষেত্রে ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু শুধু চুমুই যে সংক্রমণের কারণ, এমনটা বলেনি।গলার গনোরিয়ায় অনেকের কোনও উপসর্গই থাকে না। ফলে একজন ব্যক্তি সংক্রমিত হলেও তা বুঝতে নাও পারেন এবং অজান্তে অন্যের মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে পারেন, কিছু ক্ষেত্রে গলা ব্যথা, গিলতে অস্বস্তি বা গলার অস্বাভাবিক সমস্যার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তবে শুধু উপসর্গ দেখে গনোরিয়া হয়েছে কি না নিশ্চিত করা যায় না। প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শে পরীক্ষা করতে হয়।গনোরিয়াকে সাধারণত যৌনাঙ্গের সংক্রমণ হিসেবেই ভাবা হয়। কিন্তু গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, গলা গনোরিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংক্রমণস্থল হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গে সংক্রমণ না থাকলেও গলায় গনোরিয়া পাওয়া গেছে। এই কারণেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, গনোরিয়া কীভাবে ছড়ায় তা বোঝার ক্ষেত্রে মুখ ও গলার ভূমিকা আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন। যৌনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সচেতন থাকা জরুরি। কোনও ব্যক্তির যৌনসঙ্গীর গনোরিয়া ধরা পড়লে, অথবা নিজের ঝুঁকি নিয়ে সন্দেহ থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। প্রয়োজন অনুযায়ী গলা, যৌনাঙ্গ বা শরীরের অন্য অংশের নমুনা পরীক্ষা করা যেতে পারে। আর একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি;গলার গনোরিয়া অনেক সময় উপসর্গহীন হতে পারে। তাই শুধু ‘কোনও সমস্যা হচ্ছে না’ বলে সংক্রমণ নেই, এমনটা ধরে নেওয়া ঠিক নয়। তাই আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন যৌনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য, নিরাপদ আচরণ এবং প্রয়োজন হলে সময়মতো পরীক্ষা ও চিকিৎসা।গবেষণাটি মূলত পুরুষের সঙ্গে যৌনসম্পর্কে থাকা পুরুষদের মধ্যে করা হয়েছিল। তাই এই ফলাফলকে সরাসরি সবার ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয়। তবে পরবর্তী গবেষণাগুলিও মুখ ও গলার গনোরিয়া এবং টাং কিসিংয়ের মধ্যে সম্ভাব্য সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছে

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 24-08-2026 21:13 Page 3

‘দুধের শিশুর মুখের গ্রাস কাড়িনি’- ফুটপাথ বিতর্কে সাফাই অগ্নিমিত্রার

নয়া জামানাঃ কলকাতার ফুটপাথে নাতির জন্য দুধ গরম করছিলেন এক বৃদ্ধা। বিপদের আশঙ্কায় তাঁকে সেই কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে গিয়ে কড়া সমালোচনার মুখে পড়েন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। কীভাবে একজন মন্ত্রী দুধের শিশুর মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে পারেন, সে প্রশ্ন তোলেন অনেকে। এই বিতর্কের মাঝেই সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও বার্তায় মুখ খোলেন অগ্নিমিত্রা এবং অনাবশ্যক সমালোচনা বন্ধের আর্জি জানান।তিনি লেখেন, কোনও বাচ্চার মুখের দুধ কাড়া হয়নি, শুধু সরে যেতে বলা হয়েছিল। ব্যস্ত রাস্তায় বাচ্চার হামাগুড়ি দেওয়ার দৃশ্য কলকাতার অনেক জায়গাতেই দেখা যায় এবং যেকোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা

ঘটতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি। যে সরকার ১৫ বছর ধরে ফুটপাথে মানুষ বসিয়ে রেখেছে অথচ কর্মসংস্থান দেয়নি, তারা আজ মানবিকতার কথা বলছে বলেও কটাক্ষ করেন মন্ত্রী। উল্লেখ্য, এই বিতর্কের মধ্যেই রবিবার ওই বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ।অগ্নিমিত্রা আরও বলেন, ফুটপাথ গরিব-বড়লোক আলাদা করে চেনে না, তা হাঁটাচলার জন্য, বসবাসের জন্য নয়; এই মর্মে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। রাজ্যকে শিল্পবান্ধব করে তুলতে রাস্তাঘাট সংস্কার জরুরি বলে জানিয়ে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী অক্টোবরের মধ্যে সব রাস্তা ঠিক করা হবে, তবে ১৫ বছরের সমস্যা ১০০ দিনে মেটা সম্ভব নয়।

চিনির মজুতদারি নয়

কেন্দ্রের নির্দেশিকার পর অ্যাকশনে নবান্ন

নয়া জামানাঃমিষ্টিমুখেও এবার লাগছে ছ্যাঁকা! গত প্রায় ২০ দিনে প্রতি কেজিতে ২০ টাকারও বেশি বেড়েছে চিনির দাম। এই আবহে মধ্যবিত্তের পকেটে যেমন টান পড়ছে,

তেমনই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে মিষ্টি ব্যবসায়ীদের কপালেও। ব্যবসায় মন্দার আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই মিষ্টিজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হু হু করে বেড়ে চলা চিনির দামে রাশ টানতে যৌথভাবে নজরদারি চালাবে কেন্দ্র ও রাজ্য। উৎসবের মরশুমে অযথা চিনি মজুত বা কালোবাজারি রুখতে অ্যাকশনে নামছে নবান্নও। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই বিশেষ অভিযান।আগামী মাস থেকেই শুরু হচ্ছে উৎসবের মরশুম। অক্টোবরেই বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজো, তারপর একের পর এক পুজো লেগেই থাকে। পশ্চিমবঙ্গে উৎসবের সমার্থক মিষ্টি, আর মিষ্টি মানেই তার অপরিহার্য উপকরণ চিনি। এই আবহে

কোনওভাবেই চিনির কালোবাজারি বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। অবৈধভাবে চিনি মজুত না হয়, তা নিশ্চিত করতে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালকে চিঠি পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রক। কেন্দ্রের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বিশেষ নজরদারি চালাতে হবে রাজ্যের আধিকারিকদের, প্রয়োজনে কেন্দ্রও রাজ্যের সঙ্গে যৌথভাবে অভিযান চালাবে।মন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারি সুরেশ কুমার নায়েকের পাঠানো চিঠি অনুযায়ী, কনফেকশনারি, সফট ড্রিঙ্কস প্রস্তুতকারক, বড় মিষ্টির দোকান এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থার মতো যেসব ব্যবসায় বেশি চিনি প্রয়োজন, তারা একটানা ১৫ দিনের বেশি বা ১০ মেট্রিক টনের বেশি চিনি মজুত রাখতে পারবে না। নিয়ম ভাঙলে নূনতম তিন মাসের কারাদণ্ড ও আর্থিক জরিমানার কথাও জানিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের মাঠে নেমে স্টক পরীক্ষার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

অভিষেকের অ্যাকাউন্ট-কার্ড সচল,

ব্যাঙ্কের পদক্ষেপে অসন্তোষ আদালতের

নয়া জামানাঃ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ সংক্রান্ত মামলায় আইনি স্বস্তি পেলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অ্যাকাউন্ট পুনরায় সক্রিয় করার পাশাপাশি ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডও সচল করে দেওয়া হয়েছে বলে আদালতে জানাল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ।

বিষয়টি শোনার পর মামলাটির আনুষ্ঠানিক নিষ্পত্তি করে দেন বিচারক।মামলার শুনানিতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য। ব্যাঙ্ক-গ্রাহক টানাপড়েন প্রসঙ্গে সওয়াল করে তিনি বলেন, তাঁর মক্কেলের ছবি চাওয়া হচ্ছে, অথচ ছবি তোলাই হয়নি। জবাবে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি আদালতে জানান, গ্রাহককে কখনও সশরীরে ব্যাঙ্কে উপস্থিত হতে বলা হয়নি।বিষয়টি শোনার পর ব্যাঙ্কের এমন আচরণের সমালোচনা করে বিচারপতি মন্তব্য করেন, কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে উপযুক্ত নোটিস দিয়ে আগাম জানানো উচিত, তার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ না হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু হুট করে অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দেওয়া কোনও সমাধান হতে পারে না বলে মন্তব্য করেন তিনি।এরপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট নির্দেশিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অয়নবাবু সওয়াল করেন, কেওয়াইসি না হলে নিয়ম অনুযায়ী নোটিস পাঠিয়ে আংশিক ফ্রিজ করা যেতে পারে। আরবিআইয়ের গাইডলাইন মেনে কাজ করা উচিত ছিল, তা হলে সম্পূর্ণ অ্যাকাউন্ট কেন ব্লক করা হল, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।পাল্টা জবাবে ব্যাঙ্কের তরফে ২০১০ সালের গাইডলাইনের উল্লেখ করে জানানো হয়, গ্রাহককে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হয়রান করার কোনও ইচ্ছে ব্যাঙ্কের ছিল না।

মেট্রোর কাজে মিলল সবুজ সংকেত, বি সি রায় মার্কেট খালি করার নির্দেশ হাইকোর্টের

নয়া জামানা,কলকাতাঃ ধর্মতলা-জোকা মেট্রোর কাজে দীর্ঘদিনের বাধা কাটল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে। সাতদিনের মধ্যে মেট্রোর কাজ শুরু করার সবুজ সংকেত দিলেন বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়। একইসঙ্গে বিধানচন্দ্র রায় মার্কেটের ৩২১টি স্টলকে সাতদিনের মধ্যে জায়গা খালি করে সরে যাওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। মেট্রোর কাজ সম্পূর্ণ হলে ব্যবসায়ীরা ফের ফিরতে পারবেন পুরনো জায়গায়।আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ১৯৫৪ সালের এই মার্কেটের ৩২১টি স্টলকে কাজ চলাকালীন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। বিকল্প জায়গায় স্টলগুলি সরানো হলে সেখানে জল, শৌচাগার, বিদ্যুৎ ও নিরাপত্তার মতো পরিষেবাগুলির বন্দোবস্ত করতে হবে। পাশাপাশি বিকল্প জায়গায় কোথায় কোন স্টল বসবে, তার লে-আউটও জমা দিতে হবে। মূলত এই শর্তসাপেক্ষেই স্টলগুলি ফাঁকা করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। জোকা-এসপ্লানেড মেট্রো সম্প্রসারণের কাজে দীর্ঘদিন ধরে বাধা হয়ে ছিল বি সি রায় বা বিধান মার্কেট। ধর্মতলায় স্টেশন তৈরির জন্য এই মার্কেট অন্যত্র সরানো জরুরি হলেও, তাতে অনুমতি দেয়নি সেনা। এর ফলে এই মেট্রো রুট এসপ্লানেড পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে কি না, তা নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীতে মার্কেট সরানোর বিষয়ে বিকল্প প্রস্তাব দেয় কেএমআরসিএল।কেএমআরসিএলের প্রস্তাব অনুযায়ী, ময়দান মার্কেটটিকে যথাস্থানে রেখে তার দুই ধারে অস্থায়ী পাঁচিল দিয়ে ঘিরে তৈরি হবে স্টেশন। অর্থাৎ মার্কেটের দুপাশ দিয়েই তৈরি হবে স্টেশন কাঠামো। কাজ শেষ হলে সেই অস্থায়ী পাঁচিল ভেঙে ফেলা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ঋতব্রত-আরাবুল বৈঠকে তৃণমূলে ফেরার জল্পনা

নয়া জামানা,কলকাতাঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফে যোগ দিয়েছিলেন ভাঙড়ের একদা দাপুটে নেতা আরাবুল ইসলাম। কিন্তু মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই সেই রাজনৈতিক ঠিকানাও ছাড়লেন তিনি। আইএসএফ থেকে ইস্তফা দেওয়ার মাত্র তিনদিনের মাথায় বিধানসভায় গিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা বর্তমান বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন আরাবুল। সেই বৈঠকের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই তাঁর তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন নিয়ে জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে। সোমবার বিধানসভার একটি কার্যালয়ে ঋতব্রতর সঙ্গে বসে থাকতে দেখা যায় আরাবুল ও খয়রুল ইসলামকে। ছবি ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, এটি নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ, নাকি পুরনো দলে ফেরার প্রাথমিক পর্ব। শুক্রবারই আইএসএফের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন আরাবুল, আর সোমবারই ঋতব্রতর সঙ্গে বৈঠক;

এই সময়ের হিসাবই ঘটনাকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।জল্পনা নিয়ে সরাসরি মুখ না খুললেও আরাবুলের তৃণমূলে ফেরা প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে ঋতব্রত বলেন, ক্রমশ প্রকাশ্য ।বৈঠকে ভাঙড়ের পরিস্থিতি ও সেখানকার মানুষের উপর অত্যাচার নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি, একইসঙ্গে আরাবুলকে দীর্ঘদিনের তৃণমূল স্তরের নেতা বলেও উল্লেখ করেন। আরাবুল অবশ্য এই সাক্ষাৎকে সৌজন্যমূলক বলেই দাবি করেছেন।গত মার্চে আইএসএফে যোগদানের সময় শওকত মোল্লা-সহ তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছিলেন আরাবুল। কিন্তু অগস্টে আইএসএফ ছাড়ার সময় দলের ‘স্বৈরাচারী ও একনায়কতান্ত্রিক’ আচরণের অভিযোগ তোলেন তিনি।

যাদবপুর নিয়ে কড়া বার্তা শুভেন্দুর

গত কয়েকদিন ধরে সংবাদ শিরোনামে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংঘর্ষ। গেরুয়াপন্থী ও বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে অশান্তি, প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দেশের নামী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে বিশিষ্ট শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা এমব্লেম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নিয়ে বিতর্ক আরও বাড়তে থাকে। এনিয়ে আরও একবার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, দযাদবপুরে কিষেনজি রেড স্যালুট চলবে না। সব ডকুমেন্ট আছে। ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এমনকী আগামী ২৮ আগস্ট অর্থাৎ রাখির দিন দেশপ্রেম দিবস পালন করা হবে বলেও জানান শুভেন্দু অধিকারী। আজ, সোমবার নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই যাদবপুর ইস্যুতে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, দযাদবপুরে কিছু হয়নি। সব স্বাভাবিক রয়েছে। আজও ক্লাস হয়েছে। কোনও সমস্যা নেই।দ তবে আর্টস হস্টেলের কিছু ছবি-ভিডিয়ো তাঁদের হাতে এসেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে সেই ছবিতে কি আছে তা স্পষ্টভাবে কিছু জানাননি তিনি। তবে এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, দবেশ কয়েকজন ছাত্র সিএমওতে আর্টস হস্টেলের বেশ কিছু ভিডিও পাঠিয়েছেন। তা ভিসিকে যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে। অপেক্ষা করুন, এই সব মেনে নেওয়া হবে না।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 24-08-2026 21:13 Page 4

সম্পাদকীয়

২৪ আগষ্ট ২০২৬ ।। সোমবার

মাদক রুখতে ঈগল

মাদক শুধু একটি অপরাধ নয়, এটি সমাজের ভিতরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়া এক ভয়ংকর বিষ। কয়েক মুহূর্তের নেশা কখনও কেড়ে নেয় একটি জীবন, কখনও ভেঙে দেয় একটি পরিবার,আবার কখনও অন্ধকার করে দেয় গোটা প্রজন্মের ভবিষ্যৎ।তাই মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইকে আর কেবল পুলিশের নিয়মিত অভিযান হিসেবে দেখলে চলবে না।প্রয়োজন সংগঠিত, তথ্যনির্ভর এবং দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ।এই বাস্তবতার মধ্যেই রাজ্যে 'অ্যান্টি নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্স' বা এএনটিএফ গঠনের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।মাদক পাচারের শিকড় থেকে মাথা পর্যন্ত পৌঁছে চক্রের মূলচক্রীদের চিহ্নিত করাই এই বিশেষ বাহিনীর অন্যতম লক্ষ্য। তথ্য বিশ্লেষণ, আন্তঃরাজ্য যোগাযোগ এবং গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে মাদক সাম্রাজ্যের ভিত ভাঙতে হবে।বিশেষ করে মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরেই মাদক পাচারের ঝুঁকিতে। উত্তর-পূর্ব ভারত থেকেও বাংলায় মাদক ঢোকার একাধিক পথ রয়েছে।

সম্প্রতি পুরুলিয়ায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধারের ঘটনাও দেখিয়ে দিয়েছে, এই কারবার কতটা সংগঠিত এবং আন্তঃরাজ্য চক্রের সঙ্গে কতটা যুক্ত।ব্রাউন সুগার, হেরোইন, কোকেন, ইয়াবার মতো মাদক তরুণ সমাজের একাংশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু শুধু বাহক বা খুচরো বিক্রেতাকে গ্রেফতার করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। ধরতে হবে সেই অদৃশ্য মাথাদের, যারা কোটি কোটি টাকার নেশার ব্যবসা চালায়।আর এখানেই রয়েছে আরও ভয়ংকর আশঙ্কা। মাদক ব্যবসার কালো টাকা যদি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে ব্যবহৃত হয় তবে তা শুধু সামাজিক বিপর্যয় নয় জাতীয় নিরাপত্তারও প্রশ্ন।

তাই মাদকবিরোধী লড়াই একই সঙ্গে অপরাধ দমন এবং সন্ত্রাস মোকাবিলার লড়াই।তবে পুলিশের অভিযান যতই কঠোর হোক, আরও একটি দিককে সামনে রাখতে হবে। যারা ইতিমধ্যেই নেশার অন্ধকারে আটকে পড়েছে, তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে স্বাভাবিক জীবনে। প্রয়োজন উন্নত পুনর্বাসন কেন্দ্র, কাউন্সেলিং এবং পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা। নেশাগ্রস্ত মানুষকে শুধু অপরাধী হিসেবে দেখলে চলবে না অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা পুনরুদ্ধারের অপেক্ষায় থাকা মানুষ।অতএব,এএনটিএফ গঠন হোক মাদকবিরোধী যুদ্ধের নতুন সূচনা। সীমান্তে নজরদারি বাড়ুক, পাচারকারীদের সম্পত্তি ও অর্থের উৎস খতিয়ে দেখা হোক, আন্তঃরাজ্য চক্রের বিরুদ্ধে সমন্বিত অভিযান চলুক। একই সঙ্গে তৈরি হোক শক্তিশালী পুনর্বাসন ব্যবস্থা।মাদক কয়েক মুহূর্তের মিথ্যা স্বর্গ দেখিয়ে মানুষকে দীর্ঘ অন্ধকারে ঠেলে দেয়। সেই অন্ধকারের দরজা বন্ধ করতেই এখন দরকার ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ নজর।নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হোক সর্বাত্মক-আজই, এখনই।

একশো দিনের খতিয়ান

সুনীল মাইতি
বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক

ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো যেকোনো নতুন প্রশাসনের প্রথম একশো দিন কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নয়; বরং এটি সরকারের কাজের ধারা; অগ্রাধিকার এবং দূরদর্শিতার এক প্রাথমিক মানদন্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর মাননীয় শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম ১০০ দিনের মেয়াদ সম্প্রতি অতিক্রান্ত হয়েছে। একটি রাজ্যের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষা; আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নাগরিক নিরাপত্তার মতো অতি সংবেদনশীল বিষয়গুলোর দায়ভার যার কাঁধে ন্যস্ত; তার সূচনাপর্বের কাজ পর্যালোচনা করা প্রশাসনিক এবং জনস্বার্থের নিরীখে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়সীমার মধ্যে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপে যেমন কিছু স্পষ্ট অগ্রগতির ইঙ্গিত মিলেছে; তেমনই রাজ্য প্রশাসনের সামগ্রিক কার্যকারিতা নিয়ে কিছু মৌলিক খামতি ও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

অগ্রগতির ইতিবাচক দিক ও প্রশাসনিক সক্রিয়তা

প্রথমত দায়িত্বভার গ্রহণের পর শুভেন্দু অধিকারী সরকারের সবচেয়ে লক্ষণীয় অগ্রগতি দেখা গেছে প্রশাসনিক সমন্বয় বজায় রাখা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায়। একটি রাজ্য প্রশাসনের মসৃণ পরিচালনার জন্য পুলিশ প্রশাসন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জরুরী। প্রথম একশো দিনে তিনি মাঠপর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে একাধিক পর্যালোচনা সভা করেছেন; নিচু তলার আমলাতন্ত্রের মধ্যে এক ধরনের তৎপরতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ সাইবার অপরাধ ও ডিজিটাল সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রশাসনের কিছু সময়োপযোগী উদ্যোগ নজর কেড়েছে। বর্তমান যুগে অপরাধের ধরন বদলাচ্ছে এবং প্রযুক্তিগত অপরাধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে সাইবার ক্রাইম থানাগুলোর আধুনিকীকরণ এবং দক্ষ আধিকারিক নিয়োগের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হিসেবে তাঁর নেওয়া পদক্ষেপগুলি প্রশংসনীয়। অপরাধমূলক ঘটনার দ্রুত তদন্ত ও চার্জশিট পেশের ওপর জোর দেওয়া প্রশাসনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধির একটি ইতিবাচক দিক।

তৃতীয়তঃ বিভিন্ন স্পর্শকাতর অঞ্চলে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে। জরুরী মুহূর্তে দ্রুত পুলিশ মোতায়েন এবং প্রশাসনিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। জেলাভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার কাজ পর্যবেক্ষণ করা এবং শীর্ষ আধিকারিকদের দায়িত্বশীল করার ব্যাপারে তাঁর মনোযোগ স্পষ্ট ছিল।

খামতি ও পদ্ধতিগত দুর্বলতা

অগ্রগতির পাশাপাশি প্রথম একশো দিনের এই মেয়াদে বেশ কিছু খামতি ও চ্যালেঞ্জও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছেখ..

প্রথমত প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রশ্ন পুরোপুরি মেলেনি। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কোনো আধিকারিক কাজ করার সময় তাঁর সিদ্ধান্তগুলো কতটা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকছে; তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষের মধ্যে পুলিশি ব্যবস্থার প্রতি আস্থা আরও বাড়ানো এবং সবক্ষেত্রে নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগের যে প্রত্যাশা ছিল; তা পুরোপুরি পূরণ হয়নি।

দ্বিতীয়ত পুলিশ সংস্কার ও আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব লক্ষ্য করা গেছে। কেবল কিছু তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই পরিকাঠামোগত পরিবর্তন আসে না। রাজ্য পুলিশের কর্মীদের কর্মঘন্টা; কাজের পরিবেশ এবং মনস্তাত্ত্বিক চাপের মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলোতে এখনো কোনো কাঠামোগত পরিবর্তন দৃশ্যমান নয়। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও প্রযুক্তির ব্যবহারে নিচের তলার পুলিশ কর্মীদের প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়াটি এখনোও ধীর গতিতে চলছে।

তৃতীয়ত সাধারণ নাগরিকদের অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থার অভাব অন্যতম বড় খ ামতি। থানা পর্যায়ে গিয়ে সাধারণ মানুষ যাতে কোনো হয়রানি ছাড়া অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার উত্তর পান; সে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর ডিজিটাল ব্যবস্থা এখ নোও পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি। ফলের সাধারণ মানুষের কাছে প্রশাসনিক পদক্ষেপের সুবিধা পৌঁছানোর হার ধীর রয়ে গেছে।

ভবিষ্যতের পথ ও প্রশাসনিক মূল্যায়ন

প্রশাসনের শীর্ষপদে প্রথম ১০০ দিন হলো কোনো আধিকারিকের জন্য একটি মানিয়ে নেওয়ার বা 'লার্নিং -কার্ভ -এর সময়। এই সময়ে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার যে প্রশাসনিক সক্রিয়তা দেখিয়েছেন তা প্রশংসনীয় হলেও রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মতো বৃহৎ ও জটিল কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের জন্য আরোও গভীর এবং দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মূল কাজ কেবল অপরাধ দমন নয়; বরং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে নাগরিকের স্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করা। আগামী দিনগুলোতে তিনি কিভাবে রাজনৈতিক চাপ সামলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার হ্রাস করবেন এবং পুলিশ প্রশাসনকে আরোও বেশি নাগরিক বান্ধব করে তুলবেন; তার ওপরই নির্ভর করবে এই প্রাথমিক অগ্রগতির সাফল্য। খামতিগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলোর দ্রুত সমাধান করা এবং অর্জিত সাফল্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়াই হবে আগামী মেয়াদে তাঁর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো যেকোনো নতুন প্রশাসনের প্রথম একশো দিন কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নয়; বরং এটি সরকারের কাজের ধারা; অগ্রাধিকার এবং দূরদর্শিতার এক প্রাথমিক মানদন্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর মাননীয় শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম ১০০ দিনের মেয়াদ সম্প্রতি অতিক্রান্ত হয়েছে। একটি রাজ্যের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষা; আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নাগরিক নিরাপত্তার মতো অতি সংবেদনশীল বিষয়গুলোর দায়ভার যার কাঁধে ন্যস্ত; তার সূচনাপর্বের কাজ পর্যালোচনা করা প্রশাসনিক এবং জনস্বার্থের নিরীখে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়সীমার মধ্যে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপে যেমন কিছু স্পষ্ট অগ্রগতির ইঙ্গিত মিলেছে; তেমনই রাজ্য প্রশাসনের সামগ্রিক কার্যকারিতা নিয়ে কিছু মৌলিক খামতি ও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 24-08-2026 21:13 Page 5

গোবিন্দপুরে নতুন পঞ্চায়েত প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ ইসলামপুরের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনিযুক্ত প্রধান সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর কার্যভার গ্রহণ করলেন। দায়িত্ব নিয়েই তিনি পঞ্চায়েত কার্যালয়ে সদস্য ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে কর্মীরা তাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন এবং পুষ্পস্তবক ও ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা জানান।দীর্ঘদিন পঞ্চায়েতের কাজকর্ম কার্যত অচল হয়ে থাকায় এদিন পঞ্চায়েত কার্যালয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সাধারণ মানুষ বিভিন্ন

পরিষেবা সংক্রান্ত আবেদন নিয়ে আসেন।

নতুন প্রধান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি নিয়মিত পঞ্চায়েতে উপস্থিত থাকবেন এবং দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য নিরপেক্ষভাবে কাজ করবেন। আটকে থাকা সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত শুরু করাই তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য।নতুন প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েত এলাকায় থমকে থাকা পরিষেবা ও প্রশাসনিক কাজ দ্রুত স্বাভাবিক হবে বলে আশাবাদী গোবিন্দপুরের বাসিন্দারা।

পরিত্যক্ত জমি ফেরতের দাবিতে বিজলীমনি টি স্টেটে জমিদাতাদের বিক্ষোভ

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুরঃ পরিত্যক্ত জমি ফেরতের দাবিতে বিজলীমনি টি স্টেটে জমিদাতাদের বিক্ষোভ। সোমবার ইসলামপুরের মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর মাটিকুন্ডায় বিজলীমনি টি স্টেটের পরিত্যক্ত জমি ফেরতের দাবিতে আন্দোলনে নামলেন জমিদাতারা। ১৯৮৫ সালে সরকার তাঁদের জমির পাট্টা দিয়েছিল, কিন্তু ১৯৯১ সালে কাজের প্রতিশ্রুতিতে প্রায় ৪০ বিঘা জমি বিজলীমনি টি স্টেট কোম্পানিকে হস্তান্তর করা হয়। দীর্ঘ কয়েক দশক পার হলেও সেখানে কোনও কারখানা বা চা বাগান গড়ে ওঠেনি। বর্তমানে জমিটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।জমিদাতাদের

অভিযোগ, আগের চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেও কোম্পানি গোপনে জমি রিনিউয়ালের জন্য সার্ভে করছে। জমি বর্তমানে তাঁদের দখলেই রয়েছে এবং তা দ্রুত ফেরানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। দাবি না মানলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, টি স্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বিভাষ দাস জমি কেনার কথা জানিয়ে চুক্তি শেষের দাবি খারিজ করেছেন। তিনি জানান, জমি দখল করে চাষাবাদ ও বাড়ি তৈরি হয়েছে এবং বিষয়টি বর্তমানে বিচারাধীন।

আদিবাসী পরিবারগুলির আর্থিক উন্নয়নে বংশীহারীতে উন্নত প্রজাতির শুকর ছানা ও সহায়তা প্রদান

দিলীপকুমার তালুকদার, নয়া জামানা, দ. দিনাজপুর ঃ বুনিয়াদপুর পুরসভা এবং বংশীহারী ব্লকের ৪টি পঞ্চায়েত এলাকার দরিদ্র আদিবাসী পরিবারগুলির আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়নে একটি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করল বংশীহারী ব্লক প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর। ২৩ আগস্ট দপ্তরের কার্যালয়ে আয়োজিত এক কর্মসূচির মাধ্যমে আতমা প্রকল্পের অধীনে মোট ১২ জন

আদিবাসী উপভোক্তার হাতে ১টি করে উন্নত প্রজাতির সাদা শুকরের ছানা তুলে দেওয়া হয়।উপভোক্তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য কেবল পশু প্রদানই নয়, শুকর পালনের বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি ছানাগুলির সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, পুষ্টিকর খাবার এবং পরিচর্যা সংক্রান্ত নির্দেশিকা বই তুলে দেন ব্লকের প্রাণী সম্পদ বিকাশ আধিকারিক ড. সুমন কুমার সাহা। অনুষ্ঠান শেষে দূর-দূরান্ত থেকে আসা গ্রামীণ উপভোক্তাদের যাতায়াত সহজ করতে দপ্তরের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রত্যেকের হাতে ৫০ টাকা করে টোটো ভাড়াও প্রদান করা হয়। সরকারি এই উদ্যোগ স্থানীয় আদিবাসী পরিবারগুলির বিকল্প আয়ের পথ প্রশস্ত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৬ বছর কেটে গেলেও মেলেনি বিচার, তুফানগঞ্জে কালাচাঁদ হত্যাকাণ্ডে ক্ষুব্ধ কর্মকার পরিবার

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটিগাছ পঞ্চায়েতের বাসিন্দা কালাচাঁদ কর্মকার হত্যাকাণ্ডের ছয় বছর পার হয়ে গেলেও বিচার মেলেনি বলে অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তাঁর পরিবার। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সুবিচার না পেয়ে অনিশ্চয়তা ও হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন নিহত বিজেপি নেতার স্ত্রী শেফালি কর্মকার।২০২০ সালের ১১ নভেম্বর কালীপুজোর সময় নাককাটিগাছ পঞ্চায়েতের ৯৮ নম্বর বুথ এলাকায় দুটি ক্লাবের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। স্থানীয় সূত্রের খবর, গোলমাল থামাতে এগিয়ে গিয়েছিলেন তৎকালীন বিজেপির বুথ সম্পাদক কালাচাঁদ কর্মকার। অভিযোগ, সেই সময় তাঁকে ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং লাথি, কিল-ঘুষির পাশাপাশি বাঁশ দিয়ে আঘাত করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।এই ঘটনার পর তুফানগঞ্জসহ পুরো জেলায় রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছিল। বিজেপির পক্ষ

থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরাসরি খুনের অভিযোগ তুলে জাতীয় সড়ক অবরোধ ও ১২ ঘণ্টার জেলা বনধের ডাক দেওয়া হয়। তবে সময়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লেও কর্মকার পরিবারের যন্ত্রণার উপশম হয়নি।শেফালি কর্মকার ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সরকারের পরিবর্তনের পরেও তাঁদের পরিবারের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটেনি। প্রকৃত দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, সেদিনের ঘটনায় বাধা দিতে গিয়ে ১২ জন স্থানীয় বাসিন্দার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের হয়, যা এখনও বিচারাধীন রয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রতিবেশী কামেশ্বর কর্মকার।বিজেপির কিষান মোর্চার জেলা সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ বসাক জানিয়েছেন, কালাচাঁদ কর্মকারের মর্মান্তিক পরিণতি এবং পরিবারের বর্তমান অবস্থা নিয়ে তাঁরা রাজ্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, যাতে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি ঘটে। দীর্ঘদিন ধরে নানা রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি শুনলেও বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন না পাওয়ায় ন্যায়বিচারের আশায় পথ চেয়ে রয়েছে কর্মকার পরিবার।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 24-08-2026 21:13 Page 6

আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক রূপ পাচ্ছে মালদার কালিয়াচক রেশম গুটির হাট

নয়া জামানা, মালদহঃ পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম রেশম গুটির হাটকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত রামনগরম রেশম হাটের আদলে মালদার কালিয়াচক রেশম গুটির হাটকে সাজিয়ে তোলার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে এবং পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপ দিতে এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল সরেজমিনে স্থানটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকারী দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. এস গান্ধী ডস, রাজ্য রেশম দপ্তরের মালদা জেলার উপ-অধিকর্তা সুরজিৎ চৌধুরী এবং কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদের বাগমারা অফিসের বৈজ্ঞানিক তন্ময় চক্রবর্তী সহ একাধিক বিশেষজ্ঞ ও আধিকারিক।প্রতিনিধিদলটি হাটের বর্তমান পরিকাঠামোগত বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি রেশম চাষী ও ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে যুক্ত করা হবে একাধিক প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা। হাটে বসেই চাষীরা সারা দেশের রেশম গুটির বর্তমান বাজার দর দেখতে পাবেন, যা তাঁদের ফসলের ন্যায্য ও সঠিক মূল্য পেতে সাহায্য করবে। দূরদূরান্ত থেকে আসা চাষীদের সুবিধার জন্য এখানে উন্নত মানের থাকার ব্যবস্থা করা হবে এবং আর্থিক লেনদেন সহজতর করতে থাকবে সরাসরি ব্যাঙ্ক পরিষেবা।রাজ্য সরকারের এই উন্নয়নমূলক প্রকল্পে পুরোপুরি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদ। এই আধুনিকীকরণের ফলে মালদা জেলার প্রায় ৬৬ হাজার রেশম চাষী পরিবার এবং ৩ হাজারের বেশি ক্ষুদ্র রেশম কাটাই (রিলিং) ইউনিট সরাসরি উপকৃত হবে। পাশাপাশি মালদা, পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা রেশম চাষীরাও এর ফলে ব্যাপকভাবে লাভবান হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

রোগীর শয্যায় পরিজনদের উপস্থিতি ও দালালরাজ বন্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ বর্ধমানে

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের শয্যায় আর থাকা যাবে না পরিজনদের। এই বিষয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করতে চলেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। পূর্ব বর্ধমান জেলায় চার দিন ধরে বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন এবং জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল সহ আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর এই বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায়।মন্ত্রীর মতে, একই শয্যায় রোগী ও পরিজন পাশাপাশি থাকলে উভয়েরই সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। তবে অসহায় রোগীদের চিকিৎসায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, তার জন্য শয্যায় বাড়তি লোক না রেখে সরকারি উদ্যোগে 'সহায়ক' রাখার কথা ভাবা হয়েছে। জেলায় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর অভাব মেনে নিয়ে মন্ত্রী জানান, প্রয়োজনে বাইরে থেকে কর্মী নিয়োগ করে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা হবে। কেবল মূত্রনালীর সমস্যা বা অস্ত্রোপচার হওয়া রোগীদের কাছেই চিকিৎসকদের অনুমতিক্রমে নির্দিষ্ট স্বজন থাকতে পারবেন।পরিদর্শনের পর মন্ত্রী জানান, কালনা ও বর্ধমান হাসপাতালের খাবারের গুণমান আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে। ঠিকাদার সংস্থাকে রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট থালা সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে হাসপাতাল চত্বরে দালালদের দৌরাত্ম্য রুখতে প্রশাসন, চিকিৎসক ও নার্সদের কড়া নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফালাকাটায় মহারণ, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান

লেজেন্ড ম্যাচের পোস্টার প্রকাশ

সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা, ফালাকাটাঃ উত্তরের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বড় খবর। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর ফালাকাটা টাউন ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলেছে একটি বিশেষ 'লেজেন্ড ফ্রেন্ডশিপ ম্যাচ'। ফালাকাটা টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামে এই হাইভোল্টেজ প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি লড়াইয়ে নামবে দেশের দুই প্রধান ফুটবল শক্তি; ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান। বহু প্রতীক্ষিত এই ডার্বি ম্যাচকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই গোটা ফালাকাটা ও আশপাশের অঞ্চলে ফুটবলপ্রেমী মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে।ম্যাচটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ফালাকাটা টাউন ক্লাবের পরিচালকদের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে জোরদার প্রস্তুতি। রবিবার ক্লাব প্রাঙ্গণে এই উপলক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পাশাপাশি এদিন সন্ধ্যায় আয়োজকদের তরফ থেকে বহুল চর্চিত এই ফুটবল ম্যাচের অফিসিয়াল পোস্টার উন্মোচন করা হয়।

পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে গ্রেফতার আফগান নাগরিক ও তাঁর সহযোগী

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ নেপাল যাওয়ার পথে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ও অভিবাসন দপ্তরের যৌথ তৎপরতায় পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত থেকে এক আফগান নাগরিক ও তাঁর ভারতীয় সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত আফগান যুবকের নাম আব্দুলা খান এবং তাঁর সঙ্গী হাওড়ার বাসিন্দা শঙ্কর বনিক।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত আব্দুলা খানের বিরুদ্ধে ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস-র জারি করা লুক আউট সার্কুলার ছিল। তাঁর কাছ থেকে জাল আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথি উদ্ধার হয়েছে। অভিযোগ, ভারতে থাকার সুবাদে অর্থের বিনিময়ে ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করেছিলেন তিনি।নথি যাচাইয়ের সময় বিষয়টি সামনে এলে দু'জনকে আটক করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি, প্রতারণা, ইমিগ্রেশন ও ফরেনার্স অ্যাক্টের একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। আন্তর্জাতিক এই ভুয়ো নথি চক্রের নেপথ্যে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে ধৃতদের ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতে চেয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

ময়নাগুড়ি পৌরসভায় ফিন্যান্স অফিসারের ঘরের সামনে আশা কর্মীদের বিক্ষোভ

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ ময়নাগুড়ি পৌরসভার অধীনে থাকা ২৪ জন আশা কর্মী গত জুলাই ও আগস্ট মাসের বেতন না পেয়ে পৌর সংস্থার ফিন্যান্স অফিসার পার্থ রায় চৌধুরীর দপ্তরের সামনে তীব্র বিক্ষোভ দেখালেন। ২০২৩ সালে কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে প্রতি মাসের তিন থেকে পাঁচ তারিখের মধ্যে বেতন মিললেও, পরপর দুই মাস টাকা না পাওয়ায় চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন তাঁরা। সংসার চালাতে হিমশিম খাওয়া এই কর্মীরা বাধ্য হয়েই সোমবারে আন্দোলনের পথ বেছে নেন।আশা কর্মী বাণী বোসের অভিযোগ, ফিন্যান্স অফিসার ফান্ড না আসার অজুহাত দিলেও স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে টাকা আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ফিন্যান্স অফিসার পার্থ রায় চৌধুরী দাবি করেছেন, 'সুধা' বা ট্রেজারি থেকে কোনো সরকারি নির্দেশিকা না আসায় তাঁরা অর্থ মেটাতে পারছেন না। তবে দ্রুত বিষয়টি নিয়ে সুধার সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।পৌরসভার ওয়েব পোর্টালে ময়নাগুড়ির নাম না থাকা প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান মনোজ রায় এটিকে একটি কারিগরি ত্রুটি বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি জানান, সরকারি নির্দেশ ছাড়া পৌরসভার কিছু করার নেই, তবে আশা কর্মীদের দ্রুত বেতন মেটাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 24-08-2026 21:13 Page 7

সীমান্ত উত্তেজনা প্রশমনে বেজিং সফরে ডোভাল

মঙ্গলবার ওয়াং ই-র সঙ্গে বৈঠক

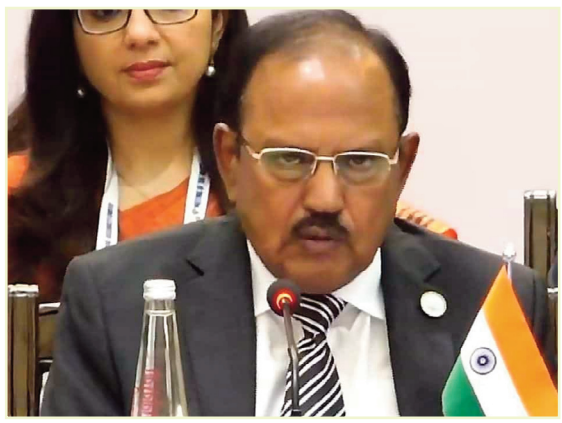

নয়া জামানা,নয়া দিল্লি ঃ ভারত-চিন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে বেজিং সফরে গেলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। মঙ্গলবার সেখানে স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বৈঠকে অংশ নেবেন তিনি, বৈঠক করবেন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে।দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধের পাশাপাশি প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বা এলএসি-তে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং উত্তেজনা প্রশমনই এই বৈঠকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে সূত্রের খবর।চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সম্ভাব্য ভারত সফরের আগে ডোভালের এই বেজিং যাত্রা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন চিনা প্রেসিডেন্ট, যদিও এ নিয়ে বেজিং বা নয়াদিল্লি কোনও পক্ষই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি।সূত্রের খবর, ডোভাল ও ওয়াং ই এলএসি-র বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশের আপার সুবনসিরি অঞ্চলে চিনা সেনার তৎপরতা বৃদ্ধির খবর সামনে আসার প্রেক্ষাপটে সীমান্তে নতুন করে উত্তেজনা যাতে তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পাবে।ভারত-চিনের মধ্যে প্রায় ৩, ৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ রয়েছে। স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ব্যবস্থার অধীনে এই সমস্যা সমাধানে গ্রহণযোগ্য কাঠামো তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবেন দুই কর্তা। ২০২৪ সালের অক্টোবরে সেনা পিছিয়ে নেওয়া বা ডিসএনগেজমেন্ট নিয়ে হওয়া সমঝোতার অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি সীমান্তে ভারতীয় সেনার টহলদারির অধিকার পুনরুদ্ধার এবং ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়েও কথা হতে পারে।ডব্লিউএমসিসি কাঠামোর অধীনে গঠিত বিশেষজ্ঞ দলের কাজ নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা, যারা উপযুক্ত ক্ষেত্রে সীমান্ত নির্ধারণের প্রাথমিক পদক্ষেপের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। ব্রিকস সম্মেলনে শি জিনপিং যোগ দিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনাও রয়েছে। তার আগে সীমান্তে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরিই ডোভাল-ওয়াং বৈঠকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

তামিলনাড়ুতে নিম্নবিত্তদের বড় স্বস্তি

বছরে ৩টি গ্যাস সিলিন্ডার বিনামূল্যে

নয়া জামানা ঃ তামিলনাড়ুর নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির অর্থনৈতিক চাপ কমাতে সোমবার বিধানসভায় জোড়া বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় থলপতি। রাজ্যের যে সব পরিবারের বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ টাকার কম, তাদের প্রতিটিকে বছরে তিনটি করে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি মহিলাদের জন্য নিখরচায় বাসযাত্রার সুবিধাও আরও প্রসারিত করা হয়েছে, এবার দূরপাল্লার বাসেও মহিলা ও রূপান্তরকামীরা বিনামূল্যে সফর করতে পারবেন।নির্বাচনের আগে বিজয়ের দল টিভিকে ক্ষমতায় এলে বছরে ছ'টি করে গ্যাস সিলিন্ডার নিখরচায় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অন্নপূরানি সুপার সিক্স নামের এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ পরিবার, খরচ হবে আনুমানিক ৪ হাজার কোটি টাকা। সিলিন্ডারের মূল্য সরাসরি গৃহকর্ত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে ডিবিটি মারফত। ২০২৭ সালের পোঙ্গল থেকে এই স্কিম কার্যকর হবে। আরব দুনিয়ার যুদ্ধাবস্থার জেরে জ্বালানি সংকট ও এলপিজি মূল্যবৃদ্ধির চাপ লাঘব করতেই এই পদক্ষেপ বলে জানান বিজয়।ভেট্রিরি পায়ানা থিত্তম প্রকল্পে আগে মহিলারা ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিনামূল্যে বাস ভ্রমণ করতে পারতেন, এবার এক্সপ্রেস ও ডিলাক্স আন্তঃজেলা বাসেও তা মিলবে, অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন রূপান্তরকামীরাও। ২ অক্টোবর থেকে চালু হবে এই পরিষেবা।এদিন কৃষক স্বার্থে চেন্নাইয়ের পারান্দুরে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় বিমানবন্দর নির্মাণ আপাতত বন্ধ রাখার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী, স্থানীয় বাসিন্দা ও কৃষক সংগঠনের আপত্তির মুখে।

ফের খুলল ওয়ানধামা ফাইল

কাশ্মীরি পণ্ডিত হত্যা তদন্তে সক্রিয় এসআইএ

নয়া জামানা,দিল্লি ঃ জম্মু-কাশ্মীরে নয়ের দশকে একের পর এক কাশ্মীরি পণ্ডিতকে নিশানা করে চালানো হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নতুন করে গতি আনল জম্মু ও কাশ্মীর স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। দীর্ঘ ২৬ বছর পর ১৯৯৮ সালের বিতর্কিত ও মর্মান্তিক ওয়ানধামা গণহত্যা মামলা পুনরায় খুলে নতুন করে তদন্ত শুরু করেছে এই কেন্দ্রীয় সংস্থা। একই সঙ্গে কাশ্মীরি পণ্ডিত নেতা টিকা লাল টাপলু ও বিচারপতি নীলকণ্ঠ গঞ্জু হত্যাকাণ্ডের তদন্তেও গতি বাড়ানো হয়েছে।তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৯৮ সালের ২৫ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক আগের দিন গান্দারবল জেলার ওয়ানধামা গ্রামে ঢুকে পড়ে একদল সশস্ত্র জঙ্গি। কাশ্মীরি পণ্ডিত পরিবারগুলির ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৯ জন মহিলা ও ৪ জন শিশুসহ মোট ২৩ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। কয়েক দশক ধরে এই ঘটনার কোনও সুরাহা না হয়ে মামলাটি ঝুলে ছিল। সম্প্রতি উপত্যকার একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্ত জঙ্গি ও তাদের স্থানীয় মদতদাতাদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে এসআইএ।এর আগে চলতি বছর জুন ও অগস্টে কাশ্মীরি পণ্ডিত নার্স সারলা ভাট হত্যা মামলায় ৭৩৭ পৃষ্ঠার চার্জশিট পেশ করেছিল সংস্থাটি, যেখানে কারাবন্দি জেকেএলএফ প্রধান ইয়াসিন মালিককে মূল চক্রান্তকারী বলে চিহ্নিত করা হয়।পাশাপাশি কবি সারবানন্দ কৌল প্রেমী ও তাঁর ছেলে বীরেন্দ্র কৌল হত্যাকাণ্ডেও উপত্যকাজুড়ে তল্লাশি চালানো হয়েছিল।নতুন তালিকায় থাকা ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বরে খুন হওয়া আইনজীবী তথা বিজেপির তৎকালীন সহ-সভাপতি টিকা লাল টাপলু হত্যা মামলাটি উপত্যকায় জঙ্গিবাদের প্রথম পর্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর পাশাপাশি জেকেএলএফ জঙ্গি মকবুল ভাটকে মৃত্যুদণ্ডদানকারী বিচারপতি নীলকণ্ঠ গঞ্জুর হত্যা মামলাতেও তৎপরতা বেড়েছে। ১৯৮৯ সালের ৪ নভেম্বর শ্রীনগরের হরি সিং স্ট্রিটে প্রকাশ্যে গুলি করে তাঁকে হত্যা করেছিল জঙ্গিরা।

হরমুজে জাহাজ চলাচলে ফি

তেল রফতানি বন্ধের হুঁশিয়ারি ইরানের

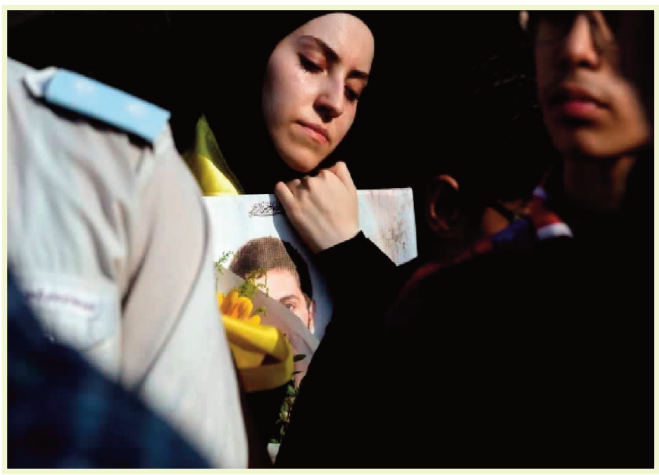

নয়া জামানা আমেরিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ অব্যাহত থাকলে হরমুজ প্রণালী ও পারস্য উপসাগরের অন্যান্য পথ দিয়ে সমস্ত তেল রফতানি বন্ধ করে দিতে পারে ইরান, এমনই কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন দেশটির সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব মোহসেন রেজাই। সোমবার এক্স-এ পোস্ট করে তিনি এই সতর্কবার্তা দেন।রেজাই লেখেন, তেহরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার অর্থনৈতিক অভিযানে কোনও দেশ সমর্থন বা অংশগ্রহণ করলে তা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া হিসেবেই গণ্য করবে ইরান। এর পাশাপাশি রবিবার ইরান ঘোষণা করেছে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী অনুমোদিত দেশগুলির জাহাজকে এবার থেকে তেহরানকে পরিষেবা ফি দিতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তা কমিশনের মুখপাত্র ইব্রাহিম রেজাই জানিয়েছেন, এই ফি-এর আওতায় থাকবে সামুদ্রিক, পরিবেশগত ও লজিস্টিক পরিষেবার খরচ। রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম আইআরআইবি-র দাবি, হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতেই এই কৌশলগত পদক্ষেপ।ইব্রাহিম জানান, নৌ-চলাচল সহায়তা, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, শর্তসাপেক্ষ জ্বালানি সরবরাহ, বিমা, নিরাপত্তা ও অন্যান্য পরিষেবার জন্য এই ফি ধার্য করা হবে, যা রিয়াল অথবা ইরান অনুমোদিত অন্য মুদ্রায় মেটানো যাবে।শনিবার রেজাই বলেছিলেন, আমেরিকা তার প্রতিশ্রুতি পূরণ ও আচরণ পরিবর্তন না করা পর্যন্ত হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকবে। তিনি আরও দাবি করেন, সামরিক হামলার বিষয়ে আমেরিকা সম্পূর্ণ হতাশ, এবং তারা এখন অর্থনৈতিক অবরোধের মাধ্যমে সামরিক লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করছে। তাঁর অভিযোগ, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে অর্থনৈতিক অবরোধই ইরানকে নতিস্বীকারে বাধ্য করবে।

অধিকৃত কাশ্মীরে গণহত্যা

রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি ব্রিটিশ সাংসদের

নয়া জামানা ঃ অধিকৃত কাশ্মীরে পাকিস্তানের নিরাপত্তাবাহিনীর নৃশংসতা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে ক্ষোভ বাড়ছে। বিদ্রোহ দমনের নামে সেখানে চলছে ব্যাপক নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড, এমন অভিযোগে সরব হলেন ব্রিটেনের ৭০-এরও বেশি সাংসদ। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসকে চিঠি লিখে তাঁরা অবিলম্বে হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মদতে অধিকৃত কাশ্মীরে যে গণহত্যা চলছে তা বন্ধ করতে পদক্ষেপ নেওয়া হোক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক।সাংসদদের দাবি, গত কয়েক মাসে ওই অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় মদতে বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

ইন্টারনেট পরিষেবা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন রেখে চলছে নির্বিচার গ্রেপ্তার, ব্যাহত হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ। শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক মতপ্রকাশের অধিকারের ওপর দমনপীড়নে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। চিঠিতে সাংসদরা লিখেছেন, ব্রিটেনে বসবাসকারী কাশ্মিরীদের কাছ থেকেও ধারাবাহিকভাবে নির্যাতনের খবর পাচ্ছেন তাঁরা, এবং অনেকে নিজেদের আত্মীয়স্বজনের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।সম্প্রতি ত্রিদফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অধিকৃত কাশ্মীরে পরিস্থিতি ভয়ংকর আকার নেয়। হিংসার পাশাপাশি একাধিক জায়গায় ব্যালট পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 24-08-2026 21:14 Page 8

হাবাসের সাফল্যে সৌরভের ফোন

ডুরান্ড জয়ের পর ইস্টবেঙ্গল কর্তাকে শুভেচ্ছা দাদার

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ দীর্ঘ ২২ বছরের আক্ষেপ ঘুচিয়ে অবশেষে ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল। রবিবার যুবভারতীতে ফাইনালে মোহনবাগানকে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয় লাল-হলুদ শিবির। প্রতিযোগিতার প্রথম ডার্বিতে বাগানের কাছে ১-০ ব্যবধানে হারতে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলকে। ফাইনালে সেই হারের যোগ্য জবাব দিলেন এমেকা-হাবাসরা। বাগান কোচের ভুল স্ট্র্যাটেজি এবং দলের ক্লান্তির কারণে শুরু থেকেই কিছুটা পিছিয়ে ছিল সবুজ-মেরুন শিবির। শুরু থেকেই মোহনবাগানকে চাপে রাখেন কোচ আন্তোনিও হাবাস। মাত্র ২৩ মিনিটের মধ্যেই ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধ শেষ হয় ৪-১ স্কোরলাইনে। এদিন দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক করেন এডমুন্ড লালরিন্দিকা। এর ফলে ১৯৯৭ সালে বাইচুং ভুটিয়া এবং ২০২২ সালে কিয়ান নাসিরির পর ডার্বিতে হ্যাটট্রিক করা তৃতীয় ভারতীয় ফুটবলার হলেন এই তরুণ মিজো ফরোয়ার্ড ।ম্যাচ শেষে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে লাল-হলুদ সমর্থকরা। মাঠের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ।কথোপকথনের মধ্যেই তাঁকে ফোন করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ।সাংবাদিকদের সামনেই ফোন রিসিভ করেন দেবব্রত। সৌরভ বলেন, তাহলে? সেই তো আমাদের কোচই বাজিমাত করল ?জবাবে দেবব্রত বলেন, থ্যাঙ্ক ইউ সৌরভ। তোমার কোচ খারাপ হয় কী করে? যদিও এই হাবাসের উপর আমার অনেকদিন ধরেই নজর ছিল ।প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে প্রথম আইএসএলে এটিকের হয়ে কোচিং করিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন হাবাস। তারপর এটিকে মোহনবাগান, মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট হয়ে অবশেষে লাল-হলুদ শিবিরে যোগ দেন তিনি। তবে সৌরভই হাবাসের নাম দেবব্রতকে বলেছিলেন কি না, তা রহস্যই থেকে গেল।

ভারতে প্র্যাকটিসে আপত্তি ব্রাজিলের

বাংলাদেশে অনুশীলনের ভাবনা ব্লু টাইগার্সদের

নয়া জামানা ঃ আগামী ৩ অক্টোবর কলকাতার যুবভারতীতে ভারতের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলতে নামছে ব্রাজিল। কিন্তু ম্যাচ ভারতের মাঠে হলেও, প্র্যাকটিসের জন্য ভারতকে বেছে নিতে নারাজ ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের দল। এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট তাবিথ আওয়াল ।দিনকয়েক আগে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন পরিদর্শনে আসেন ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের প্রতিনিধিরা। মাঠ ও প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড খুঁটিয়ে দেখার পর ক্রীড়ামন্ত্রীর অফিসে বৈঠকেও বসেন তাঁরা। তবে মাঠের পরিকাঠামো নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেননি প্রতিনিধিরা। তাঁদের যুক্তি, ব্রাজিলের জাতীয় দলের সবচেয়ে কম দামি ফুটবলারটিরও ট্রান্সফার ফি প্রায় ৫০ কোটি টাকা। ফলে এই মাঠে অনুশীলন করতে গিয়ে কোনও

ফুটবলার চোট পেলে সংশ্লিষ্ট ক্লাবের কাছে সমস্যায় পড়তে পারে জাতীয় দল ।ভারত পরিদর্শনের পরই বাংলাদেশ সফরে যান ব্রাজিলের প্রতিনিধিরা। সেখানে বসুন্ধরা কিংস এরিনা, স্টেডিয়াম এবং একাধিক হোটেল ঘুরে দেখেন তাঁরা। এরপরই তাবিথ জানান, ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে বাংলাদেশেই অনুশীলন সারতে পারে ব্রাজিল দল। তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোও খতিয়ে দেখা হয়েছে বলে জানান তিনি। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা মোটের ওপর পছন্দ হলেও কিছু বিষয়ে মান বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন ব্রাজিলের প্রতিনিধিরা। এমনকি ভারতে আসার আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচ খেলারও পরিকল্পনা রয়েছে ব্রাজিলের ।উল্লেখ্য, ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রস্তুতি আরও পোক্ত করতে পানামার বিরুদ্ধে একটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের ভাবনাও রয়েছে। এছাড়া বিশ্বকাপে খেলা কেপ ভের্দে এবং নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও খেলার কথা রয়েছে ভারতের। এই ম্যাচগুলি থেকে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতিরও সুযোগ তৈরি হবে ব্লু টাইগার্সদের সামনে।

ডুরান্ড জয় উদ্‌যাপনে ইস্টবেঙ্গল

তাঁবুতে পতাকা উত্তোলন

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ মোহনবাগানকে লজ্জাজনক হার উপহার দিয়ে ২২ বছর পর ডুরান্ড কাপ জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। এই জয়ে লাল-হলুদ সমর্থকরা আনন্দে উদ্বেলিত, উৎসবমুখর ক্লাব তাঁবুও। শনিবার যুবভারতী থেকে শুরু হওয়া উৎসব এখনও অব্যাহত। লাল-হলুদ ক্লাবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও ।ডুরান্ড জয়ের পর টিম হোটেলে পৌঁছে কেক কেটে সেলিব্রেশনে মাতেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ ও ফুটবলাররা। ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল ১০টায় লাল-হলুদ ক্লাব তাঁবুতে পতাকা উত্তোলন করা হবে। সেই উপলক্ষে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাব তাঁবুতে সাজো সাজো রব। ডুরান্ড ট্রফি দেখতে ক্লাবে ছিল উপচে পড়া ভিড়। উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি মুরারীলাল লোহিয়া, দেবব্রত সরকার-সহ অন্যান্য কর্তারা এবং রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। পতাকা উত্তোলন করেন মুরারীলাল, এরপর ট্রফির সঙ্গে ছবিও তোলেন তাঁরা ।ফাইনালে বদলার মঞ্চে উজ্জ্বল

ছিল মশাল বাহিনী। এডমুন্ড লালরিনডিকার হ্যাটট্রিক-সহ প্রথমার্ধেই ৪ গোল করে ফেলে ইস্টবেঙ্গল, যা থেকেই ম্যাচের ফলাফল স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গ্রুপ পর্বে এই মোহনবাগানের কাছেই হারতে হয়েছিল লাল-হলুদকে, তাই এই জয় ছিল হাবাস-বাহিনীর কাছে যথার্থ বদলা। রাজনাথ সিং শুভেচ্ছাবার্তায় লেখেন, কলকাতায় ডুরান্ড কাপের ফাইনাল দেখে তিনি খুশি এবং ট্রফি জয়ের জন্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে অভিনন্দন জানান। পাশাপাশি এডমুন্ডেরও প্রশংসা করেন তিনি ।রবিবার ক্লাবে দেবব্রত সরকার বলেন, দেশের সম্মানরক্ষা করার ক্ষমতা তাঁদেরই রয়েছে এবং সেটাই আবার প্রমাণিত হয়েছে। তিনি জানান, ট্রফি ক্লাবেই থাকবে, তবে সমর্থকদের উপর আক্রমণ রুখতে যতদূর যাওয়ার প্রয়োজন ততদূর যাবেন তাঁরা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আমলে শ্রী সিমেন্ট ও ইমামি স্পনসরশিপ পাওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি, সঙ্গে জানান বর্তমান সরকারও পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে। ১৭ বার ডুরান্ড জিতে মোহনবাগানকে স্পর্শ করল লাল-হলুদ। তবে সমর্থক মহম্মদ রশিদের মতে, কাজ এখনও শেষ হয়নি, ক্লাবে আরও সাফল্য আসারই প্রত্যাশা সমর্থকদের।

লা লিগার শুরুতেই বার্সার গোলবন্যা

নয়া জামানাঃ লা লিগার নতুন মরশুমের শুরুতেই দাপট দেখাল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। রবিবার ২০২৬-২৭ লিগের প্রথম ম্যাচে এলচেকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে টানা তৃতীয়বার খেতাব জয়ের বার্তা দিল কাতালান ক্লাব। জোড়া গোল করে জয়ের নায়ক নয়া অধিনায়ক রাফিনহা ও ফারমিন লোপেজ ।রবার্ট লেওয়ানদস্কি ক্লাব ছাড়ার পর এখনও তাঁর বিকল্প হিসেবে উপযুক্ত স্ট্রাইকার আনতে পারেনি বার্সা। সেই ঘাটতি এদিন অবশ্য দলের পারফরম্যান্সে কোনও প্রভাব ফেলেনি। ১৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে বার্সাকে এগিয়ে দেন রাফিনহা। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে রাফিনহার পাস থেকে ২-০ করেন বরুসিয়া ডর্টমুন্ড থেকে আসা করিম আদেইয়েমি। তার আগে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন গাভি ।দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধার আরও বাড়ায় বার্সা। ৬৭ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডনের পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন রাফিনহা। চার মিনিট পর গর্ডনের বাড়ানো বলেই দলের তৃতীয় গোল করেন ফারমিন লোপেজ। ৭৯ মিনিটে ব্যক্তিগত

দক্ষতায় নিজের দ্বিতীয় গোল করে বার্সার পাঁচ গোলের জয় নিশ্চিত করেন লোপেজ ।অন্য ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ২-২ গোলে ভিলারিয়ালের সঙ্গে ড্র করেছে। একসময় পিছিয়ে পড়া অ্যাটলেটিকো ৭৬ মিনিটে ১০ জনে পরিণত হয়। তবে ৮৫ মিনিটে গিউলিয়ানো সিমিওনের গোলে এক পয়েন্ট নিশ্চিত করে মাদ্রিদের দল ।ম্যাচের শুরু থেকেই বল দখল ও আক্রমণে নিয়ন্ত্রণ ছিল বার্সার। বিরতির পর রাফিনহা একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করলেও পরে তা পুষিয়ে দেন। গর্ডন মাঠে নামার পর দ্রুত প্রভাব ফেলেন এবং দুটি গোলের সুযোগ তৈরি করে সতীর্থদের দিয়ে গোল করান। ফলে মরশুমে ফ্লিকের দল সূচনা পেল এবং শিরোপা ধরে রাখার দৌড়ে অবস্থান স্পষ্ট করল।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।